যৌনবিজ্ঞান ও যৌনব্যাধি

শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ ও বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতির
বৈজ্ঞানিক
ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

আর, বিশ্বাস

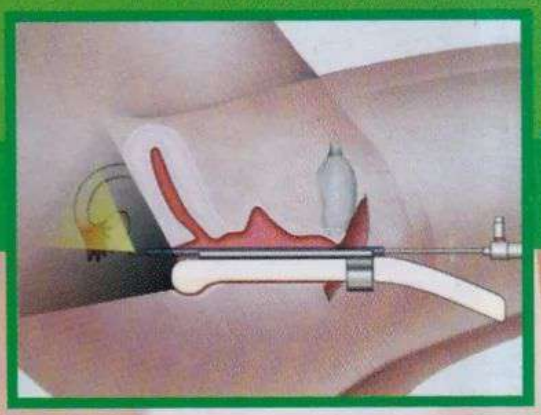

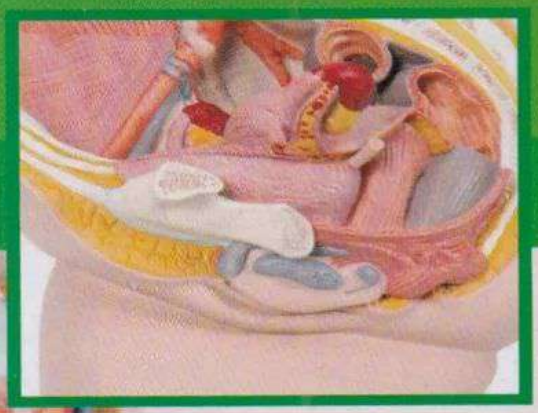

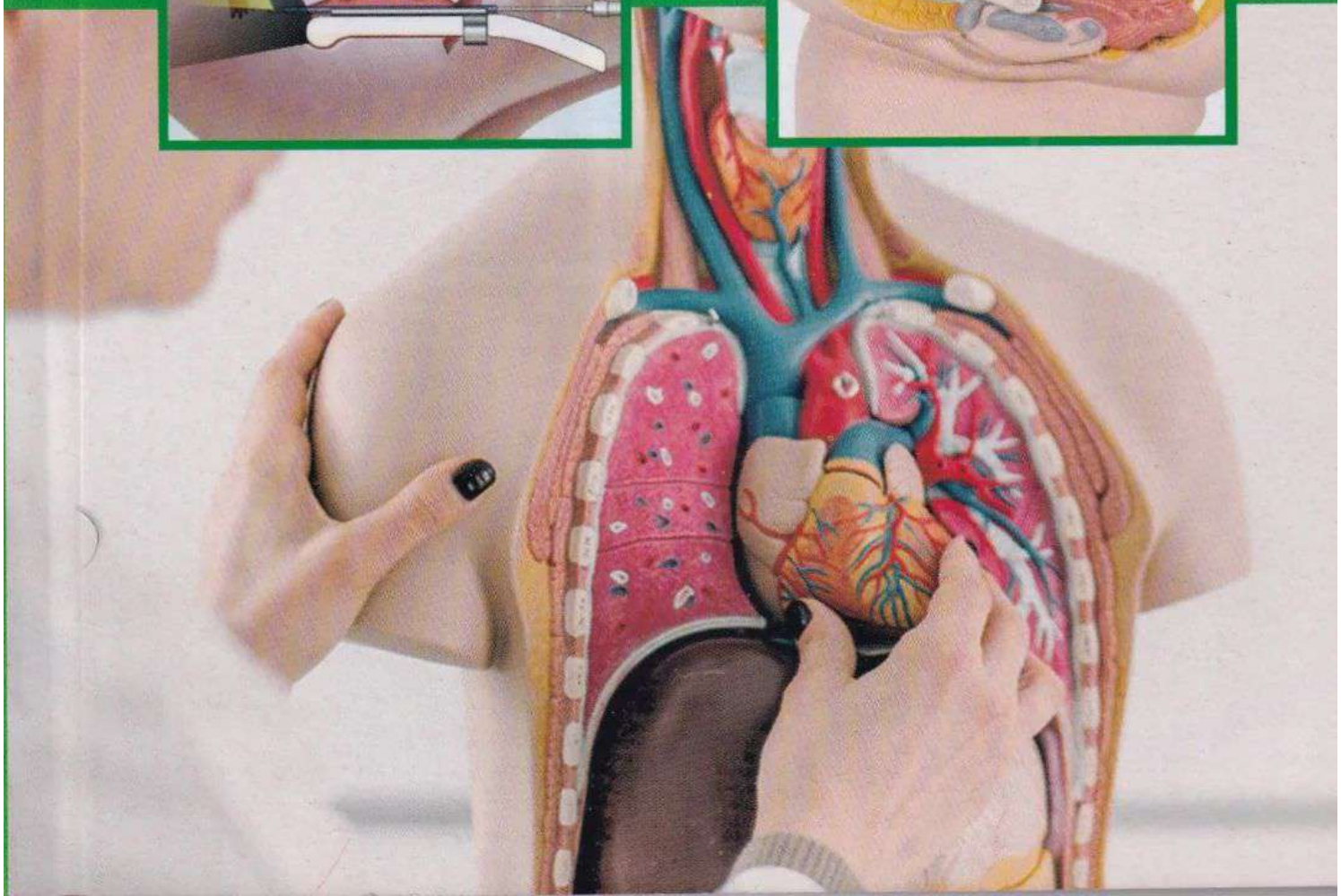

সূচীপত্র

প্রথম খন্ড

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	.....	৯
২।	যৌনচিন্তার আদি বিকাশ	.....	১৩
৩।	যুবকযুবতীদের যৌনউন্মেষ	.....	২০
৪।	যৌনযন্ত্রাদির জ্ঞাতব্য তথ্য	.....	২৭
৫।	যৌনযন্ত্রাদির পৃথক কার্য্যাবলী	.....	৩২
৬।	যৌনচিন্তা ও যৌনকর্ম্মের রীতি	.....	৩৬
৭।	কামোত্তেজনাবর্দ্ধক অঙ্গাদির স্বরূপ	.....	৪৯
৮।	যৌনমিলনে পূর্ব্বরাগ	.....	৫১
৯।	যৌনক্ষুধার হ্রাসবৃদ্ধি	.....	৫৪
১০।	কাম ও প্রেম	.....	৬০
১১।	নরনারীর স্পর্শসুখান্বেষণ	.....	৬৬
১২।	যৌনকার্য্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রভাব	.....	৭৬
১৩।	প্রিয়মিলনে শ্রবণ সুখমদিরা	.....	৭৯
১৪।	দর্শনে যৌনাকাঙ্ক্ষা	.....	৮৬
১৫।	যৌনজীবনে অস্বাভাবিকতা	.....	১০৭
১৬।	শিশুজীবনে যৌনস্বাভাবিকতা	.....	১১৮
১৭।	মলমুত্রকার্য্যে যৌনউন্মাদনা	.....	১৩৮
১৮।	বিভিন্নদৃশ্যে সঙ্গমসুখ লাভ	.....	১৪১
১৯।	নরনারীর যৌনকার্য্যে পশুজগতের সহায়তা	.....	১৪৯
২০।	চৌর্য্যবৃত্তিতে যৌনসুখানুভব	.....	১৬০

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
২১।	নরনারীর গুপ্তস্থান প্রদর্শনের মাদকতা	.....	১৬১
২২।	যন্ত্রণার অনুভূতিতে যৌনসুখানুভূতি	.....	১৬৮
২৩।	হস্তমৈথুন–তাহার কারণ ও প্রতিকার	.....	১৭৮
২৪।	ধ্বজভঙ্গ–তাহার কারণ ও প্রতিকার	.....	১৯৪
২৫।	বন্ধ্যাত্ত্ব–তাহার কারণ ও প্রতিকার	.....	২০৬
২৬।	মানব ও পশুর যৌনভাবের পার্থক্য	.....	২১৬

যৌনচিন্তার আদি বিকাশ :

কিন্তু এই রহস্যময় যৌনস্ফুরণের আদি সময় কখন, কোন সময় ইহা প্রথম বালক বালিকার হৃদয়ে উদয় হয়, তার সম্যক নিরূপণ অদ্যতক স্থিরীকৃত হয় নাই এবং কখন হবেও কিনা সন্দেহ! ইতপূর্ব্বে ইহাই নিশ্চিতরূপে জানা ছিল যে শিশুজীবনে যৌন বিকাশ মোটেই সম্ভবপর নহে ; কিন্তু ঐ তথ্য যে প্রকৃত সত্যতাযুক্ত নহে বিশেষ প্রণিধান করলেই তা বুঝা যায়। অনেক শিশুর অতি অল্প বয়সে হঠাৎ লিঙ্গোদ্রেগ দেখা যায়, যে ঘটনাকে আমরা স্থানিক উত্তেজনা হেতু বা কৃমি হেতু বলে বুঝবার চেষ্টা করি। এই ধরনের সাময়িক উত্তেজনাতে কোনও সুখানুভব হয় কিনা, তা বিস্মৃতি হেতু, পরবর্ত্তী জীবনে অনেকে সঠিক প্রকাশ করতে না পারলেও অপর অনেক নরনারী তাদের স্ব স্ব শিশুজীবনে উপরোক্ত লিঙ্গোদ্রেক যে যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার করেছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ দেয়।

ভুয়োদর্শনের ফলে বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থিরনিশ্চয় করে জানিয়েছেন যে শিশুজীবনেও যৌন উত্তেজনা প্রায়শঃই প্রকাশ পায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মার্ক, ফন্‌সাগারভস্, পেরেজ্ (Marc, Fenssagrives, Pereg) প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে ৩/৪ বৎসর বয়সেওর অনেক বালক বালিকা হস্তমৈথুন করে থাকে। পণ্ডিত রোবি (Robie) পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে ৫ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে বালকদের এবং ৮ হইতে ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে বালিকাদের যৌন ক্ষুধার আবির্ভাব হয়। হ্যামিল্টন ভূয়ো ভূয়ো পরীক্ষা দ্বারা দেখেছিলেন যে শতকরা কুড়ি জন বালক ও চৌদ্দ জন বালিকা তাদের ৬ বৎসর বয়ঃক্রমের আগেই যৌন ইন্দ্রিয়ে সুখানুভব করে। অবশ্য সকল শিশুই যৌন উত্তেজনা বা যৌনসুখ অনুভব করে না বা সবাইয়েরই তাহা অনুভব করার শক্তি থাকে না। সুতরাং যৌন উদ্রেক সম্বন্ধে শিশুদের মধ্যে বিভিন্নতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তবে এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই যে

যৌনস্ফূরণ যাহাদের বেশি বয়সে দেখা দেয়–বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য সুখের তারাই তত বেশি অধিকারী হয়।

যৌন সুখোন্মেষ, প্রথম বালক বালিকাদের জীবনে দেখা দেয়, তাদের মাতৃস্তন্য পান কালে মাইয়ের বোঁটা ও ওষ্ঠের পরস্পর সান্নিধ্য, স্পর্শ এবং ঘর্ষণ হইতে। নরনারীর ঠোঁট দুটি যে যৌন উত্তেজনা আনয়নে এক অতি প্রধান সহকারী ইন্দ্রিয়, তাহা নিঃসন্দেহেই প্রকাশ করা যেতে পারে।

অসীম যৌনসুখ হেতুই চুম্বনের ব্যাকুলতা, তার জন্যই ওষ্ঠস্পর্শ আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ওষ্ঠস্পর্শ হতে যৌনসুখ উন্মেষ হয়, শিশুজীবনে মাতৃস্তন্যপানকালে মাইএর বোঁটায় ও শিশুর ওষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে। অনেক সময় শিশুরা বুড়ো আঙ্গুল চুষতে থাকে। এত ভীষণ ব্যাকুলতার সঙ্গে অনেক শিশু বৃদ্ধ অঙ্গুলি চুষে যে তাদিকে তাহাতে নিবৃত্ত করা যায় না এবং করিলেও সেই শিশুর পক্ষে তাহা পরম ক্লেশদায়ক হয়। এই বৃদ্ধ অঙ্গুলী চুষবার প্রবৃত্তিই পরবর্তী জীবনে হস্তমৈথুনের রূপান্তর মাত্র।

মুখ ও ওষ্ঠের পর, গুহ্যদেশ, শিশুর যৌনসুখ অনুভবের সহায়ক হয়। অনেক পণ্ডিতের মতে শিশুর বাহ্যে ও প্রস্রাব করার সময়ে তার যৌনসুখানুভূতি জন্মে। **হ্যামিল্টন** বলেন, যে শতকরা ২১ জন নর ও ১৬ জন নারী তাদের শিশুকালে, বাহ্যে প্রস্রাব সময়ে যৌন আনন্দ অনুভব করেছিল। যাই হোক, পণ্ডিতপ্রবর **ফ্রয়েড্** ও **অস্কার ফিস্চার** (Oskar Pfitster) ইহা বার বার পরীক্ষান্তর প্রকাশ করেছেন যে শিশুদের মধ্যেও প্রেম উন্মেষের সুস্পষ্টলক্ষণাবলী দেখা যায়।

অপর আর এক রকম বিধানে শিশুর মধ্যে যৌন আনন্দ দেখা দেয়–ইংরাজীতে তার নাম Algolagnia. ইহার বাংলাতে এই অর্থ হয় যে **'যন্ত্রণার মধ্যে সুখানুভূতি'**–যে যন্ত্রণা নিজেই ভোগ করুক, বা অন্যের হতে দেখুক, বা অনুভূতিতে তার মধ্যে যৌনসুখ আসে। শিশুরা যন্ত্রণাপূর্ণ ক্রীড়া ভালবাসে; নিজেদের উপর নানা অত্যাচার করে এক অভিনব সুখ বোধ করে; বালিকাদের পরস্পর সজোরে চুল টানাটানি

খেলায় অতি মধুর সুখাবেশ জন্মে ; দিবাভাগে মারধোরপূর্ণ স্বপ্ন দর্শনে তার মনে এক অব্যক্ত সুখানুভূতি আসে ; জীবনান্তকর ঘটনা শ্রবণে তাহার পরম পরিতৃপ্তি লাভ হয় ; বালক তার জননেন্দ্রিয়ের উপর বারংবার আঘাত করে অতৃপ্ত সুখবোধ করে ; কখনও দড়ি দ্বারা দৃঢ়ভাবে সেটাকে বেঁধে রাখতে চায় ; এই সকল অতি সত্য ব্যাপারগুলির বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা নিশ্চয় হয়েছে যে শিশুকালেই বালক বালিকার যৌনসুখ উন্মেষ হয়ে থাকে। এই স্থানে একটা ঘটনা জানান অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে একটা ৯ বৎসরের বালিকা তার clitorisটিকে দড়ি দ্বারা এত শক্ত করে বেঁধেছিল যে অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু তাহলেও ঐ বয়সে যৌন উদ্রেকের উহাও একটা প্রমাণ। হ্যামিল্টন্ বলেন যে তাঁর পরীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৪৯ জন পুরুষ ও ৬৮ জন রমনী, 'অন্যকে যন্ত্রণা দেওয়ার মধ্যে' কোনও সুখ অনুভব করেন নাই, কিন্তু শতকরা ৩০ জন নরনারী 'নিজেরা কষ্ট অনুভবের মধ্যে' সুখের স্পর্শ পান। যৌন বিজ্ঞানের মধ্যে এম্নি শত শত অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য তথ্যাদি আমরা জানতে পারি, যাহা স্বাভাবিক জ্ঞানের কাছে অতি হাস্যজনক ও অবিশ্বাস্য বলে প্রতীয়মান হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলির সত্যতায় সন্ধিহান হইবার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই।

কিন্তু শিশুদের যৌনপ্রীতি প্রথমেই কাহার কাহার প্রতি দেখা দেয় ইহা স্থির করাও এক বিষম সমস্যার বিষয়। মহামতি ফ্রয়েড্ এইখানে CEdipus Complex নীতির আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মতে, শিশুর অত্যল্প বয়স হতেই নিকটাত্মীয়ের উপরই তার গভীর যৌনপ্রেম উদ্ভব হয় এবং তাহা কেবলমাত্র অতি কঠোর আইন দ্বারা যা অতি কঠিনভাবে দমন করা যেতে পারে। ওয়েষ্টার মার্ক পূর্ব্বে কিন্তু এই মতটার বিপক্ষেই মত দিয়েছিলেন–তাঁর মতে মানবের মনে এই ভাবের ভালবাসার প্রতি সাধারণ ঘৃণাই জন্মে থাকে কিন্তু বিখ্যাত ফ্রয়েড্ তাঁর মতটা দৃঢ়ভাবে প্রচার করলেন 'There is from infancy a strong natural instinct to incent.' হেবলক ইলিস, এই উভয় প্রকার বিরোধী

মতের সামঞ্জস্য আনয়ন করেছিলেন ; তাঁর মতে–আত্মীয়দের উপরেই (এবং তাঁরা সর্ব্বদা একত্রে থাকলে), যৌনক্ষুধার প্রথম বিকাশ হয় ইহা সত্য ; **হ্যামিল্টন** দেখিয়াছেন শতকরা ১৪ জনের এইরূপ আত্মীয়ের প্রতি যৌন ইচ্ছা জেগেছিল, শতকরা ১০ জন মাতার উপরই এই ইচ্ছা অনুভব কছিল, শতকরা ২৮ জন তাদের ভগ্নীর উপর কামবাসনাকাল প্রজ্জ্বলিত হওয়া বুঝতে পেরেছিল ; ৭ জন স্ত্রীলোক তাদের পিতার উপর এবং ৫ জন তাদের ভ্রাতার উপর যৌন আকর্ষণ অনুভব করেছিল ; কিন্তু এই যৌনক্ষুধার উন্মেষ মোটেই খুব দৃঢ় নয় এবং যখনই আকর্ষণের কোনও নূতন ব্যক্তিকে তার পরে তারা সামনে পায় তখনই এই যৌনক্ষুধা তাদের দিকেই অগ্রসর হয়।

বালক বালিকাদের মধ্যে **হস্তমৈথুনের প্রবৃত্তি** দ্বারাও তাদের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তির উন্মেষের পরিচয় পাওয়া যায়। হস্তদ্বারা বা যে কোনও জিনিষের দ্বারা নরনারীর মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা আনয়নের নামই হচ্ছে 'হস্তমৈথুন'। তা ছাড়া খেলাধুলার মাঝে, এবং এমন কি জননেন্দ্রিয়ের উপর হঠাৎ বস্ত্রাদির চাপ পড়লেও ঐ ভাবের উত্তেজনা আসে। হস্ত বা আঙ্গুল দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বালকরা যত বেশি আনে, বালিকারা তত বেশি নহে। বালিকাদের যোনিদেশ হঠাৎ স্পৃষ্ট হওয়ায় তারা একপ্রকার সুখাবেশ অনুভব করে ; তার পরে ঐ সুখ অনুভবের জন্য তারা অন্য দ্রব্যের সাহায্যে যোনিদেশ ঘর্ষণ করতে চায় এবং এমন কি কোনও দ্রব্য পাওয়া না গেলে, তাদের জঙ্ঘা দুটির দৃঢ়ভাবে চাপনেও তারা ঐ ভাবের উত্তেজনা অনুভব করে থাকে।

কিন্তু যারা শিশু অবস্থায় উক্ত কোনও প্রকারের যৌন উত্তেজনা অনুভব করে না, তারাও পরবর্তী বয়সে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ যৌন উত্তেজনা অনুভব করে থাকে ; এই উত্তেজনা কখনও বা **ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দর্শনে** কখনও বা বিনা স্বপ্নেও ঘটে থাকে। বালকরা যৌন উত্তেজনা হলে ঘুম থেকে আপনা হতেই জাগরিত হয়ে পড়ে, কিন্তু বালিকাদিগকে ঐ অবস্থায় জাগিয়ে না দিলে হয় না। বালক বালিকাদের

মধ্যে নিদ্রার মধ্যে যৌন উত্তেজনার এই তারতম্য লক্ষ্য করেই মহাপণ্ডিত **ইলিস** বলেন যে 'The greater sexual activity of the male, the greater xesual quiescene of the female' কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে পুরুষদের যৌনাকাঙ্ক্ষা বেশি ও স্ত্রীলোকদের কম।'

আমেরিকার **রোবি** (Robie) বহু গবেষণার পর দেখেছিলেন যে এমন নর বা নারী পাওয়া যায় না, যারা তাদের ৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে হস্তমৈথুনের দ্বারা যৌন উত্তেজনা বা এমন কি আপনা হতেই যৌন উত্তেজনা কিছু না কিছু অনুভব করেছিলেন। ডাঃ **কাথারিন ডেভিস**, একহাজার আমেরিকার কলেজ রমনীর মধ্যে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন প্রকৃতভাবে হস্তমৈথুন করেছিল। অবিবাহিতা কলেজ রমণীদের মধ্যে পরীক্ষায় দেখা যায় যে শতকরা ৪৩.৬ জন তাদের ৩ হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে হস্তমৈথুন করেছিল ; শতকরা ২০.২ জন তাদের ১১ বৎসর হতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে, শতকরা ১৩.৯ জন তাদের ১৬ হইতে ২২ বৎসর বয়সের মধ্যে এবং শতকরা ১৫.৫ জন তাদের ২৩ হইতে ২৯ বৎসরের মধ্যে হস্তমৈথুনে রত হয়েছিল। নানাবিধ পরীক্ষায় ইহাও স্থিরীকৃত হয়েছে যে বালিকারা বালকদের চাইতেও অতি শিশু বয়সে এই কার্য্যে রত হয় কিন্তু বেশি বয়সের সময় বালকরাই বালিকাদের চাইতে বেশি এই কাজ করে, কিন্তু আবার পরিণত বয়সে বালিকাদেরই এই কার্য্যে সংখ্যাধিক্য ঘটে থাকে। ডাঃ **হ্যামিল্টনও** একশত জন উচ্চবংশ জাত পুরুষ এবং একশত জন উচ্চবংশীয় নারীর মধ্যে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে তাদের মধ্যে ৯৭ জন পুরুষ এবং ৭৪ জন স্ত্রীলোক এক সময়ে যখন হৌক হস্তমৈথুন করেছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষে এই ভাবের উচ্চাঙ্গের যৌনবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও অনুশীলনের একান্ত অভাব বশতঃ এইস্থানে ভারতীয় নরনারীর তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নহে। হস্তমৈথুন সম্বন্ধে আমি অন্যত্র বিস্তৃত বর্ণনা করিব।

যৌন অনুভূতির সঞ্চার ক্রমশঃ দেখা দেয় এবং পরবর্তী জীবনে তাহাই হস্তমৈথুন ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।

আবার ঝি, চাকর, দাই ইত্যাদির সহযোগিতায় শিশুদের মধ্যে প্রায়শঃই যৌন বোধের প্রথম উন্মেষ হয়ে থাকে। ক্রুদ্ধ ও ক্রন্দনশীল শিশুকে শান্ত করতে অপারক হয়ে অন্যান্য বহু চেষ্টার পর তারা এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করে। শিশুদের জননেন্দ্রিয়ে হস্তস্পর্শন বা ঘর্ষণ দ্বারা তাদিকে এমন একটা সুখ শিহরণের আস্বাদন দেওয়া হয় যে তারা অবিলম্বে শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন করে। এইরূপ করতে করতেই তাদের মধ্যে জননেন্দ্রিয়ে হস্তার্পন করবার দুর্ণিবার অভ্যাস দৃঢ়িভূত হয় এবং পরবর্ত্তী জীবনে ইহাই আবার তাদিকে হস্তমৈথুনের পথে চালিত করে।

যুবক যুবতীদের যৌন উন্মেষ ঃ

যৌন চিন্তার প্রথম উন্মেষ ও প্রথম যৌন শিহরণ শিশুদের মধ্যে কখন প্রবেশ করে ও কি ভাবে প্রবেশ করে তাহার একটা ধারাবাহিক বর্ণনা আমি পূর্ব্বে দিবার চেষ্টা করেছি ; এইবারে জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, যুবক যুবতীদের মধ্যে কিভাবে ও কি প্রকারে যৌন চিন্তার প্রথম উন্মেষ হয়? **'হেবলক্ ইলিস্'** প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে **দিবাস্বপ্ন, স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুন** ইত্যাদি দ্বারাই যুবক যুবতীরা সর্ব্বপ্রথম যৌন সুখ স্পর্শ পায়।

গল্প, উপন্যাস, নভেলাদির পাঠ এবং বায়োস্কোপ সিনেমাদির দর্শন দ্বারা যুবক যুবতীদের মনে যৌন জীবন ও যৌন আনন্দের ইঙ্গিত প্রকাশ করে। এই ভাবে তারা ক্রমে ক্রমে দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনাদির দ্বারা মনে মনে এক অপরূপ যৌনরাজ্যের সৃষ্টি করে। সুস্থকায় যুবকগণ, ১৫ বৎসরের পূর্ব্বেই খেলাধুলা বা দুঃসাহিকতাপূর্ণ কাজ, শিকার ইত্যাদির কল্পনাভরা দিবাস্বপ্ন দর্শনে যৌন আনন্দ লাভ করে। বালিকারা তাদের নভেলে পড়া রাণীদের আসনে নিজেদিকে বসিয়ে ঐ আনন্দ পায়। সতেরো বৎসরের পরে, বালক বালিকারা প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে বিদাস্বপ্ন

নিরীক্ষণ করে যৌন সুখের অধিকারী হয়। **'হ্যামিল্টন'** পরীক্ষার দ্বারা ইহা অবগত হয়েছিলেন, যে শতকরা ২৭ জন পুরুষ ও ২৫ জন স্ত্রীলোক যৌন সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই দিবাস্বপ্ন দ্বারা যৌন আনন্দ উপভোগ করেছিল। বিবাহের পূর্ব্বে যুবকযুবতীদের মনে এই ভাবের অলীক কল্পনাদি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, বিবাহের পরেও শতকরা ২৬ জন পুরুষ ও ১৯ জন স্ত্রীলোক এই দিবা স্বপ্নের অধীন থাকে।

তারপরে, ক্রমে এই জাগ্রত স্বপ্ন বা অলীক চিন্তাদির প্রভাবে যুবক যুবতীদের স্বপ্নের মধ্যেও এই যৌনচিত্র, যৌনকর্ম্ম বা যৌন আনন্দের বীজ প্রোথিত হয় ; ইহারই সাধারণ নাম **স্বপ্নদোষ** এবং **'হেবলিক ইলিস'** ইহারই নাম দিয়েছেন Erotic dreams in sleep. স্বপ্ন জিনিষটার প্রভাব যে মানব জীবনে খুবই প্রবল তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই 'স্বপ্ন' জিনিষটার সঙ্গে মানবজাতির ধর্ম্মতত্ত্ব, ম্যাজিকতত্ত্ব বা ভবিষ্যদ্বানীর তত্ত্ব নানাভাবে বিজড়িত হয়ে আছে। স্বপ্নের হাত থেকে জীবকুলও উদ্ধার পায় না ; অনেক সময় দেখা যায় কুকুর ঘুমের মধ্যে দৌড়াইবার মত পা ছুড়িতেছে ; সুতরাং 'স্বপ্ন দর্শন' যে প্রাণিরাজ্যের অতি স্বাভাবিক কর্ম্মের মধ্যে ধর্ত্তব্য তাতে আর সন্দেহ নাই।

এই স্বপ্নের মাঝে যৌন ক্রিয়ার আস্বাদন লাভ মানবজীবনেও এক স্বাভাবিক কার্য্যের মধ্যে পরিণত হয়েছে ; এমন কি স্বপ্নের মধ্যে শুধু যৌন কার্য্যের চিত্র দর্শন নহে, ঐ সময়ে সহবাস সুখ সহ শুক্রস্রাবও ঘটে থাকে। নানাদেশে ঐ ব্যাপারটিকে দৈত্য দানবের প্রভাব বলে ধরা হয়। 'ক্যাথলিক চার্চ্চ' ঐ ব্যাপারটিকে Pallutio নাম দিয়েছেন এবং **'লুথার'** 'স্বপ্নদোষ'টাকে 'রোগ' বলে ধরে তৎক্ষণাৎ তাকে বিবাহ দ্বারা আরোগ্য করবার উপদেশ দিয়েছেন।

যে নরনারীরা সহবাস সুখ হতে সামাজিক বা অন্যান্য কারণে বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদেরই মধ্যে স্বপ্নদোষটার প্রাধ্যন্য বেশি দেখা যাবে ; স্ত্রী বিহীন নয় ও স্বামী বিহীনা নারীবিধবাদের মধ্যে, অর্থভাবে বা পাত্রী অভাবে যে স্বাস্থ্যবান পুরুষরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অপারক হয়েছে তাদের

মধ্যে, এবং সামাজিক বা নৈতিক কারণে যে যুবতীরা এতাবৎ পরিণীতা নহেন তাঁদের মধ্যে স্বপ্নদ্বারা যৌন সুখানুভব প্রায় প্রতি রাত্রের সহচর হয়ে গেছে।

আমি নিজে পরীক্ষা দ্বারা দেখেছি যে স্বাস্থ্যবান নরনারীর মধ্যে, যাঁরা সামাজিক কারণে, চাকরি হেতু বিদেশে একাবাস জন্য, নৈতিক কারণে, অর্থাভাবে বা অন্যান্য নানাকারণে একা একা থাকতে বাধ্য হন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন স্বপ্নের মধ্যেই যৌন-মিলন লাভ করেন ও প্রকৃত সহবাস সুখ পান। এই স্বপ্নদোষটা নরনারীর মধ্যে কত ঘন ঘন হয় তার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। **পেগেট** (Paget) বলেন সপ্তাহে একবার বা দুইবার, **ব্রাউন** (Branton) বলেন পক্ষান্তে একবার বা দুইবার, **রোলেভার** (Rohleder) বলেন উপর্যুপরি প্রতি রাতে একবার, **হ্যামন্ড** (Hammond) বলেন পক্ষান্তে একবার, **লোবেন্‌ফেল্ড** (Lowenfeld) বলেন সপ্তাহে একবার এইভাবে বিভিন্ন মতামত দ্বারা যৌনস্বপ্নশাস্ত্র পূর্ণ হয়ে আছে। তবে এই সকলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এই করতে পারা যায় যে সপ্তাহে একবার মাত্র স্বপ্নে যৌন-সুখানুভব হওয়াই সুস্থ নরনারীর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ইহার সম্বন্ধেও অনেক অস্বাভাবিকতা আছে। আমি নিজে অনেকগুলি সুস্থ যুবক যুবতীর ইতিহাস নিয়ে দেখেছি যে তাদের মধ্যে ২/৪ জনের জীবনে স্বপ্নদোষ আদৌ দেখা যায় নাই। আবার কয়েকটি এমন ব্যক্তির ঘটনা দেখেছি যে তারা প্রতি রাত্রে উপর্য্যুপরি ২/৩ বার স্বপ্ন দোষের অধীন হন ও প্রতি বারেই শুক্রস্ফলন হয়ে থাকে। সেগুলি অবশ্য আমার 'রোগী'সংখ্যার মধ্যে এবং তাদিকে রীতিমত চিকিৎসাদির পর তাদের আরোগ্য বিধান করতে হয়েছে।

প্রত্যেক স্বপ্নদোষেই যে শুক্রক্ষরণ হয় তা নহে তবে অধিকাংশ সময় যখনই স্বপ্নদোষের মধ্যে শুক্রক্ষরণ হবে তৎপূর্ব্বেই দ্রষ্টার ঘুমটা ভেঙ্গে যায়, অথবা শুক্রক্ষরণ হবার মধ্যে বা শুক্রক্ষরণের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই নিদ্রাভঙ্গ হয়। কার কত বয়স হতে যে স্বপ্নদোষ আরম্ভ হয় তা